দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 23 JAN 2008
পৃষ্ঠা - ৭ কলাম ৩

মাদ্রাসায় অননুমোদিত পাঠ্য বই

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত পাঠ্য বই থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন মাদ্রাসায় অননুমোদিত বই পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক কঠিন বিপাকে পড়েছে। অথচ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বই যেমন, স্বল্প মূল্যের তেমনি মানসম্মত। এর আগে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছিল যে, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত বইয়ের তালিকা বিজ্ঞপ্তি আকারে অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের মত প্রকাশ না করায়, বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারীর যোগসাজশে প্রকাশকরা বিগত বছরের অননুমোদিত উচ্চমূল্যের বই বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে নেয়ায় লাখ লাখ ছাত্র-ছাত্রী আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও অননুমোদিত বই কিনে প্রতারিত হচ্ছে। অনুমোদিত বইয়ের দাম ৩৬ টাকা থেকে ৬০ টাকা, কিন্তু অননুমোদিত বইয়ের দাম ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা। এরপর মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড থেকে লেখক ও প্রকাশকের নামসহ অনুমোদিত বইয়ের তালিকা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করে। খবরে বলা হয়েছে, কিন্তু এরপরও বিভিন্ন জেলায় পাঠ্যতালিকা থেকে অনুমোদনবিহীন উচ্চমূল্যের বই লেনদেনের বিনিময়ে বাতিল করা হয়নি বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে কুমিল্লা সদর উপজেলার অনেক মাদ্রাসার নজির উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর একটি বাংলা ব্যাকরণ ও রচনা বই এবং একটি ইংরেজী গ্রামার বইয়ের কথা বলা হয়েছে। এ সব বই অনেক উচ্চমূল্যের। অথচ বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ের দাম অনেক কম।

বর্তমান সরকারের একটি মহৎ উদ্যোগ, ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কম মূল্যে উন্নত মানের বই তুলে দেয়া। এই উদ্যোগ শিক্ষাব্যয় হ্রাস করে অভিভাবকদের ওপর বাড়তি চাপ কমাবে এবং একই সাথে উন্নত মানসম্পন্ন পাঠ্য বইয়ের যোগান দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে, এটা আশা করা যায়। কাজেই কমমূল্যে মানসম্পন্ন বই তালিকাভুক্ত করার লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন তালিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় হিসেবে গণ্য হবে। এই উদ্যোগ সফল হোক, এটা সবারই কামনা সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে যে অপচেষ্টা দৃশ্যগ্রাহ্য হয়ে ওঠেছে, তা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক শুরুতে লেখক ও প্রকাশকের নামসহ অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের তালিকা প্রকাশ না করার সুযোগটি গ্রহণ করেছে বোর্ডের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। উল্লেখ্য, অন্যান্য বোর্ডের অনুমোদিত বইয়ের তালিকা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যাহোক, শেষ পর্যন্ত দৈনিক ইনকিলাবে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত বইয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। কিন্তু তারপরও কোথাও কোথাও অননুমোদিত বইয়ের নাম পাঠ্যতালিকা থেকে বাতিল না করার যে কথা খবর প্রকাশিত হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও রহস্যময়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, অনুমোদিত পাঠ্য বইয়ের বাইরেও উন্নত মানের সহায়ক বই এবং অতিরিক্ত হিসেবে আদর্শ বই পড়ানোর রেওয়াজ রয়েছে। যে সব মাদ্রাসায় এই ব্যবস্থা রয়েছে, সে সব মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা অতিরিক্ত জ্ঞান লাভে উপকৃত হয়ে থাকে। কিন্তু অননুমোদিত যে সব বইয়ের কথা খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, সে সব কোন সহায়ক বই নয় এবং অতিরিক্ত আদর্শের বইও নয়। এ ছাড়া এ সব বই উচ্চমান সম্পন্নও নয়। কেন না, তাহলে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড থেকেই বইগুলো অনুমোদন করা হতো।

শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা সর্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। পাঠ্যপুস্তক তালিকাভুক্ত করণের ব্যাপারে এ রকম সুযোগ গ্রহণ করা একটি গুরুতর অনৈতিক কাজ। দ্বিতীয়ত, বোর্ড বিষয়টি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করার পরও অননুমোদিত বই পাঠ্যতালিকায় রেখে দেয়ায় সংশ্লিষ্টদের এক প্রকার দুরভিসন্ধি স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। ফাজিল ও কামিলকে গ্রাজুয়েশন ও মাষ্টার্সের মান দানের পর স্বাভাবিকভাবেই মাদ্রাসার পাঠ্যতালিকায় বাংলা, ইংরেজী- ইত্যাদি বিষয়ের উচ্চ মানসম্পন্ন পাঠ্যবই তালিকাভুক্তকরণ সকল মহলের আকাঙ্ক্ষিত। সে সাথে পাঠ্য বইয়ের মূল্য যাতে অভিভাবকদের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সব এমন কোন বিষয় নয়, যা সংশ্লিষ্টদের অজানা থাকার কথা। কিন্তু তারপরও এ ধরনের ঘটনা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। স্বার্থান্বেষী মহলের তৎপরতার কাছে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে কোনভাবে অসহায় হয়ে না পড়ে, এটা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সকলকেই পালন করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে এক শ্রেণী লোকের উন্নাসিকতা ও অনীহা এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ বিরোধিতার কথা অবিদিত নয়। এই অবস্থায় যেমন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে পাঠ্য বই অনুমোদনসহ শিক্ষা ক্ষেত্রের সকল পর্যায় সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে, তেমনি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকেও যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। পরিশেষে আমরা বলবো, অননুমোদিত বই কোনভাবেই যাতে পাঠ্যতালিকায় থাকতে না পারে, সে জন্য দ্রুত মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকেও এ ব্যাপারে যথাসময়ে মনোযোগী হতে হবে।